দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

letters.ittefaq@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

গ্রামের স্কুলের কিছু কথা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কথাটি বহুল পরিচিত। কিন্তু যাদের এই কথাটি বেশি বেশি করে মনে রাখা দরকার তারাই মনে রাখে না। একটি জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষক সমাজ। কিন্তু যখন দেখি তাদের জন্যই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আরও সংকটপূর্ণ হয় তখন কিছু বলার মতো শক্তি থাকে না। কয়েক দিন আগে রংপুরের মিঠাপুকুর থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে যা দেখেছি এবং যা শুনেছি তার পর থেকে ভীষণ খারাপ লাগছে। স্কুলটির নাম প্রকাশ করছি না কারণ আমার ধারণা এই ধরনের স্কুলের সংখ্যাই গ্রামে বেশি। স্কুলটির তিনটি সমস্যা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি ইংরেজি গ্রামার বই হাতে নিয়ে দেখি প্রথম লাইনে লেখা—যে বই পাঠ করিলে আমরা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, বলতে ও পড়তে পারি তাকে ইংরেজি গ্রামার বলে। প্রথমে ভেবেছিলাম মুদ্রণ প্রমাদ। পরে তিনটি লাইনের পরে যা দেখলাম তাতে আমার আর কোনো সন্দেহ থাকলো না বইটির লেখক সম্পর্কে। তিনি তার পঞ্চম লাইনে লিখেছেন, বাক্যে ব্যবহৃত বর্ণকে Letter বলে। আমি এতোদিন জানতাম, বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি সাংকেতিক চিহ্নকেই বর্ণ বা Letter বলে। আমি সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। তারপর সেই ক্লাসের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলাম—আপনি তো এই বইটি পড়ান? এই বইটিতে যে অনেক ভুল সেগুলো কি খেয়াল করেছেন? তিনি জানালেন, দেখেছি। তিনি আমাকে আরও জানালেন, ঐ বইয়ের প্রকাশক তাদের স্কুলকে প্রতি বছর পাঁচ হাজার টাকা দেন, সেজন্য স্কুল কমিটি সেই বইটি তাদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কথাটি শুনে বুঝতে পারছিলাম না কাকে কী জিজ্ঞেস করবো। কেননা ঐ স্কুল কমিটিতে এলাকার শিক্ষিত, ভদ্র সমাজের সদস্যরা আছেন, তাদের একজন আবার একটি কলেজের অধ্যক্ষ। খুব কষ্ট লাগলো ভেবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভুল শেখানো হচ্ছে, তারপরেও আমরা কিছু করতে পারছি না।

শুধু যে বই সমস্যা তা নয়, অধিকাংশ গ্রামের স্কুলের শিক্ষক পার্টটাইম শিক্ষকতা করেন এবং ফুলটাইম তাদের ব্যবসা অথবা কৃষিকাজ করেন। আমি যে পাঁচ দিন ঐ স্কুলে গিয়েছি প্রতিদিন দেখেছি, অধিকাংশ শিক্ষক দেরি করে স্কুলে আসেন। কেউ কেউ আবার ক্লাস ফাঁকি দেন। আবার কেউ স্কুলে হাজিরা দিয়ে ব্যবসার কাজে অথবা কৃষিকাজে চলে যান। দুই-তিনটি ক্লাসের পড়া একদিনে পড়ান। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণ ক্ষমতার কারণে তেমন কিছু শিখতে পারছে না। স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক, একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক আছেন। কারও এসব বিষয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

আর একটি সমস্যা আমি খেয়াল করেছি—ইংরেজি আর গণিতের শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে তাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এজন্য প্রতিদিন তারা দেরি করে আসেন বলে অন্য শিক্ষকরা জানালেন। ভাবতে কষ্ট হয় শিক্ষা এখন ব্যবসা। এই ধারণাটি শহর পেরিয়ে গ্রাম পর্যন্ত চলে গেছে। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তবে এই সমস্যাগুলোর অন্তত সমাধান করতাম, সারা দেশে না পারি একটি স্কুলে করতাম। কিন্তু পারছি না, আমার কথা তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হলেও, তাদের শোনার মানসিকতা নেই। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তার পর থেকে বই হাতে ছোট ছোট শিক্ষার্থী দেখলেই নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

রেজাউর রহমান,
নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন,
খুলনা ইউনিভার্সিটি, খুলনা।